হওয়া দরকার। যেমন একটা ছুরি খুনীর হাতে হত্যার হাতিয়ার আবার একজন শল্য চিকিৎসকের হাতে জীবন-দায়ী উপকরণ। সাইকোট্রনিক আজ গোপনীয়তার আড়ালে চূড়ান্ত নোংরা কাজের অস্ত্র, কারণ সরকারী নীতি এর জন্য দায়ী, একদম গোপনীয় অস্ত্র। তাই বৈজ্ঞানিকরা যা ইচ্ছে তাই করেছেন, যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে গেলে কোর্টে অস্ত্রটাকে দেখাতে হবে একটা বন্দুক বা ছুরির মত, কিন্তু গোপনীয়তা হেতু সেটা সম্ভব নয়। আর সেই সুযোগে বৈজ্ঞানিকরা যা ইচ্ছে তাই করছেন, যেহেতু ওয়েপন অফ ক্রাইম হিসাবে কোন অবস্থাতেই সাইকোট্রনিক কম্পুটার কোর্টে প্রডিউস করা যাবে না। যদি গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাইকোট্রনিক প্রয়োগ করা যেত অন্যসব অস্ত্র অথবা অপরাধ নিবারণ পদ্ধতির মত তাহলে পৃথিবীর ভোল পাল্টে যেত। এটা কোন পাগলের প্রলাপ না, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত বাস্তব সত্য। কেমন করে? সমস্ত পৃথিবী জুড়েই আজ খুন, ধর্ষন, ডাকাতি একটা নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যা। সাইকোট্রনিক পদ্ধতিতে সমস্ত অপরাধকেই ঠান্ডা করে দেওয়া যেত। অপরাধীরা প্রমানের অভাবে বেকসুর খালাস বা ঐ জাতীয় হালকা শাস্তি পায়, কারণ কেউই এগিয়ে আসে না কোর্টে গিয়ে কোন অপরাধীকে চিহ্নিত করে তার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে, কারণ সাক্ষী খুন একটা সাধারণ ঘটনা। কিন্তু সাইকোট্রনিক পদ্ধতি স্বীকৃত হলে প্রশাসনের কাছেও যেমন এই কম্পুটার থাকবে অপরাধীদের মস্তিস্কের থেকে তাদের অপরাধের তালিকা বার করতে, তেমনি বিচারালয়ে বিচারপতির কাছেও থাকবে কম্পুটার, বিচারপতি তাঁর কম্পুটার দিয়ে অপরাধীর মস্তিষ্ক স্ক্যান করে দেখে নিতে পারবেন সে প্রকৃত অপরাধী কিনা। আর অপরাধ করলে কতটা অপরাধী, এইভাবে সাইকোট্রনিক পদ্ধতিতে একজন অপরাধীর মস্তিস্ককে সাক্ষী মেনে সমাজ থেকে অপরাধ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব। সে যত ছোট অপরাধীই হোক বা বোফর্সের রাজীব গান্ধী বা পশুখাদ্য কেলে-ঙ্কারীর লালু যাদব হোক বা কয়েক হাজার কোটি টাকার নরসিমহা রাওয়ের পারিবারিক ব্যবসাই হোক, এদের মাথা থেকে খুব স্বচ্ছন্দেই কোর্টে জেনে নিতে পারবে কোন পদ্ধতিতে এরা এই টাকা কামিয়েছেন। তেমনি যে সমস্ত ব্যবসায়ী আয়কর ফাঁকি দিয়ে কালো টাকার পাহাড় বানাচ্ছেন তাদের সমস্ত কালো টাকার হিসেব এবং কোথায় সে টাকা গচ্ছিত আছে সেটাও কোর্টে জেনে নিয়ে শাস্তি ধার্য করতে পারবে। সর্বোপরি কোন সরকারি কর্মচারী কাজে ফাঁকি দিচ্ছে অথবা ঘুষ খাচ্ছে কিনা সেটাও এই কম্পুটার প্রয়োগে জেনে নেওয়া যাবে। অর্থাৎ গণ-তন্ত্রের চূড়ান্ত দুর্বলতা কেটে যাবে। প্রমাণের অভাব দেখিয়ে পৃথিবীব্যাপী যে গণতান্ত্রিক সত্তাকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে তাতে গণতন্ত্র চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে, সে ক্ষত সেরে গণতন্ত্র সবল হতে পারবে। অপরাধ নির্ণয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সাইকোট্রনিক প্রয়োগ ডি. এন. এ. পরিক্ষার মত সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক এবং সংবিধান সম্মত। সেদিনের কিন্তু খুব বেশী দেরী নেই যখন যে কোন কম্পুটারের দোকানে আপনি একটা পার্সোনাল সাইকোট্রনিক কম্পুটার কিনতে পারবেন, এই কম্পুটারে সি. পি. ইউর সাথে একটা হেড ফোনের মত বস্তু থাকবে যেটা আপনি আপনার মাথায় লাগিয়ে কম্পুটার চালালে আপনার সারা জীবনের স্মৃতির ভান্যার হার্ডডিস্কে বা ফ্লপিতে তুলে নিতে পারবেন। শুধু তথ্য নয় ইমেজও ফুটে উঠবে। হয়তো ভুলে গেছেন কবে জীবনে প্রথম সিগারেট খেয়েছিলেন? নিজের স্মৃতির ডাটাবেসে সিগারেট সংক্রান্ত ফাইলটা দেখুন, হয়তো দেখবেন জ্যাঠা-মশাইয়ের পানামা সিগারেট চুরি করে জ্যাঠতুতো ভাইয়ের সাথে ভাগ করে ন'বছর, তিন মাস ছ দিন বয়সে খেয়ে-ছিলেন, ছাদের চিলেকোঠায় লুকিয়ে। হ্যাঁ, আপনার স্মৃতির মনিকোঠায় সব স্মৃতিই অক্ষত আছে, সাইকো-ট্রনিক পার্সোনাল কম্পুটার শুধু আপনাকে তথ্য খুঁজে বার করতে সাহায্য করবে মাত্র। তবে এই পার্সোনাল কম্পুটার দিয়ে আপনি প্রতিরক্ষা বৈজ্ঞানিকদের মত